গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৮ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা | ১০ - ১৬ এপ্রিল ২০২৬ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

এস আই আর ঃ নির্বাচন কমিশনারকে

এসইউসিআই(সি)-র খোলা চিঠি

এসইউসিআই(সি)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে ৩১ মার্চ মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে নিচের খোলা চিঠিটি দেওয়া হয়েছে।

আপনার অজানা থাকার কথা নয় যে, এই রাজ্যে যে ধরনের এসআইআর প্রক্রিয়া আপনি শুরু করেছেন, তা সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত করতে অন্তত এক বছরের বেশি সময় প্রয়োজন। সেই কাজ আপনি মাত্র তিন মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে চেয়েছেন কী উদ্দেশ্যে, তা আপনিই সবচেয়ে ভাল জানেন। কিন্তু তার ফলে তড়িঘড়ি কাজ করাতে গিয়ে বিএলওদের উপর আপনারা এমন ফতোয়া জারি করেছিলেন যে, কাজের চাপে বহু বিএলও অসুস্থ হয়ে মারা গিয়েছেন, কাজের চাপ ও কমিশনের হুমকি সহ্য করতে না পেরে অনেকে আত্মহত্যা করতেও বাধ্য হয়েছেন। এই মৃত্যুর দায় তো নির্বাচন কমিশনকেই নিতে হবে।

এত দিন ভোটার তালিকায় নাম থাকা মানুষদের কোনও ফর্ম পূরণ করতে হত না। আপনার দ্বারা প্রবর্তিত এসআইআরে এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করার জন্য কর্মসূত্রে দূর-দূরান্তে থাকা লক্ষ লক্ষ মানুষকে তাদের কাজকর্ম ও জীবিকা ফেলে ছুটে আসতে হয়েছে নিজের বাড়িতে। পরে অবশ্য আপনারা অনলাইনের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু তাতে প্রান্তিক মানুষের হয়রানি আদৌ কম হয়নি।

এর পর আপনার কমিশন শুরু করেছিল আরও ভয়ঙ্কর এক প্রক্রিয়া— ১ কোটি ৩৬ লক্ষ মানুষের নির্দয় শুনানি পর্ব। তাতে অশীতিপর বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, অ্যাম্বুলেন্সে আসা সংকটগ্রস্ত রোগী, অন্তঃসত্ত্বা মহিলারাও ছাড় না পেয়ে কী ভয়ঙ্কর

দুয়ের পাতায় দেখুন

সমস্ত নাগরিকের ভোটাধিকার সুনিশ্চিত করার দাবিতে ১ এপ্রিল নির্বাচন কমিশনের দফতরে বিক্ষোভে পুলিশ বাধা দিলে ব্যাপক ধস্তাধস্তি হয়। কমরেড তরুণ মণ্ডলের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল সিইও-কে ডেপুটেশন দিতে গেলে তিনি তা নিতে অস্বীকার করেন।

কার বাঁচাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ

মানুষের নাকি আইনের?

হঠাৎ যদি কোনও দিন কোনও দুঃস্বপ্নে দেখেন আপনার পায়ের তলায় কোনও মাটি নেই— কী অনুভূতি হবে? আর স্বপ্নটা যদি সত্যিই হয়? যদি আপনি দেখেন আপনার কোনও দেশ নেই, আপনি আছেন অথচ নেই, আপনি ডিলিটেড, ঠিক কী অনুভূতি হতে পারে? যে কোনও মানুষেরই আপাত শান্ত স্বাভাবিক জীবনের ছন্দ ওলটপালট হয়ে যাবে না কি? সেই ক্ষোভ, ভয়, যন্ত্রণার অভিব্যক্তি প্রকাশ করা কি খুব অসঙ্গত? এসআইআর প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে মালদহের মোথাবাড়ি সুজাপুর কালিয়াচক ইত্যাদি এলাকায় সম্প্রতি ঘটে যাওয়া জনবিক্ষোভের প্রেক্ষাপটে প্রশ্নগুলো অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে দেখা দিয়েছে। আন্দোলনের নামে কারা বিশৃঙ্খলা তৈরি করল, তাদের উদ্দেশ্য কী, মানুষের মধ্যে জমা ক্ষোভ ফেটে পড়ল স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে, নাকি কেউ

সাতের পাতায় দেখুন

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য কমিটির উদ্যোগে

এস আই আর সংক্রান্ত ট্রাইবুনালের জন্য হেল্প ডেস্ক

এসআইআর প্রক্রিয়ায় অ্যাডজুডিকেশনে যাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে মুছে গেছে তাঁদের নাম যুক্ত করার জন্য ট্রাইবুনাল তৈরি হয়েছে। ট্রাইবুনালে বিচার পেতে গেলে সাধারণ মানুষ অত্যন্ত অসুবিধার সম্মুখীন হবেন। সেই অসুবিধা দূর করতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের রাজ্য কমিটি 'লিগাল সার্ভিস সেন্টারের' সহায়তায় জেলায় জেলায় হেল্প ডেস্ক তৈরি করেছে। বিভিন্ন জেলায় আইনজীবীরা এই কাজে সাহায্য করবেন। ভুক্তভোগী নাগরিকদের স্থানীয় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর নেতা-কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতি প্রতিরোধে কনভেনশন দিল্লিতে

সর্বনাশা নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে এআইডিএসও যে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান শুরু করেছিল, ২৯ মার্চ তার সমাপ্তি কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল দিল্লির যন্তরমন্তরে। স্বাধীনতা আন্দোলনের মহান যোদ্ধা বিপ্লবী ভগৎ সিং, সুখদেব এবং রাজগুরুর শহিদ দিবস ২৩ মার্চ স্মরণে এ দিন সেখানে 'জনসাধারণের শিক্ষা বাঁচাও' শীর্ষক একটি কনভেনশন হয়।

কর্মসূচি শুরু হয় তিন মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে। বক্তব্য রাখেন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও লেখক ডঃ রাকেশ বটব্যাল, এআইডিএসও-র কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের যুগ্ম সম্পাদক কমরেড সমর মাহাতো এবং সংগঠনের দিল্লি ইউনিটের সহসভাপতি কমরেড সুমন। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের দিল্লি ইউনিটের সভাপতি কমরেড অনির্বাণ ভৌমিক। উপস্থিত বিভিন্ন স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র প্রতিনিধিরা অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি বিরোধী একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। অনুষ্ঠিত হয় নানা সাংস্কৃতিক কর্মসূচি। সংগৃহীত স্বাক্ষর সহ স্মারকলিপি ৩০ মার্চ এলজি-র দফতরে জমা দেওয়া হয়।

বাণিজ্যিক রান্নার গ্যাস ও জীবনদায়ী ওষুধের দামবৃদ্ধি

তীব্র প্রতিবাদ এসইউসিআই(সি)-র

বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার্য রান্নার গ্যাস ও জীবনদায়ী ওষুধের দাম বৃদ্ধির কেন্দ্রীয় সরকারি সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা করে এসইউসিআই(সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন,

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের লাগাতার দামবৃদ্ধির হাত থেকে দেশের মানুষকে রক্ষা করার পরিবর্তে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার মাত্র ২৫ দিনের ব্যবধানে ১৯ কেজির বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ২১৮ টাকা বাড়িয়ে দিল। ১ এপ্রিল থেকে সিলিন্ডার পিছু বাণিজ্যিক রান্নার গ্যাসের দাম বেড়ে হল ২ হাজার ২০৮ টাকা। এর মাত্র ২৫ দিন আগে বিজেপি সরকার গৃহস্থদের ব্যবহার্য রান্নার গ্যাসের দাম সিলিন্ডার পিছু ৬০ টাকা এবং বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম সিলিন্ডার পিছু ১১৪.৫০ টাকা বাড়িয়েছে। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার ৯০০টি ওষুধের দামও বাড়িয়েছে যা প্রায় সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে ইতিমধ্যেই বিপর্যস্ত জনসাধারণের ওপর আবার একটি কঠিন আঘাত। এই ঘটনা কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের জনবিরোধী চরিত্রকে আরও একবার প্রকট করল।

কমরেড প্রভাস ঘোষ সরকারকে এই মূল্যবৃদ্ধি প্রত্যাহারে বাধ্য করতে জনগণকে প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

সংবাদপত্রের পাতা থেকে

কংক্রিট বাঁধ ও পরিযায়ী শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার দাবি নিয়ে ভোটের লড়াইয়ে এসইউসিআই(সি)

... দক্ষিণ ২৪ পরগণায় এবার এসইউসিআই(সি)-র হয়ে ভোটে লড়ছেন মৎস্যজীবী থেকে পঞ্চায়েত প্রধান। রায়দিঘি কেন্দ্র থেকে এসইউসিআই(সি)-র হয়ে দাঁড়িয়েছেন গুণসিন্ধু হালদার। এক সময় রায়দিঘির রাধাকান্তপুর পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন। এ ছাড়া শঙ্কর নস্কর, শিশির কুমার মণ্ডল নামে দুই সমাজসেবী ভোটে দাঁড়িয়েছেন। শঙ্করবাবু দাঁড়িয়েছেন কুলতলি থেকে। শিশিরবাবু প্রার্থী হয়েছেন মন্দিরবাজারে। এঁরাও এসইউসিআই(সি)-র হয়ে লড়ছেন। লড়াইয়ে আছেন মৎস্যজীবী মিলন বিশ্বাস। তিনি ঝড়খালির বাসিন্দা। এসইউসিআই(সি)-র হয়ে বাসন্তী থেকে দাঁড়িয়েছেন। গৃহশিক্ষক প্রদ্যুৎ চক্রবর্তী বারুইপুর-পশ্চিম কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়েছেন। তাঁরা সবাই নেমে পড়েছেন ভোট প্রচারে।

গুণসিন্ধু ১৯৮৮ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত রাধাকান্তপুর পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন। তিনি বলেন, সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের জন্য আমার লড়াই। রায়দিঘিতে পরিবহণ ব্যবস্থা খারাপ। রাস্তাঘাট বেহাল। নদীবাঁধ ক্রংক্রিটের নয়। এ সবের পরিবর্তন করতে চাই। মিলন বিশ্বাস বলেন, আমি মৎস্যজীবী হয়ে বুঝি কী অবস্থার মধ্যে আমরা রয়েছি। মাছ-কাঁকড়া ধরে সংসার চলে। আমাদের সমস্যার সমাধান চাই। সুন্দরবনের কুলতলি একসময় ছিল এসইউসিআই(সি) -র দুর্গ। সেখানকার প্রার্থী শঙ্কর নস্কর বলেন, সে আমলে উন্নতি হয়েছিল কুলতলির। এখন একমাত্র হাসপাতালটির পরিষেবা বেহাল। মানুষ সব জানে। তাই আমাদের চাইছে। শিশির কুমার মণ্ডল বলেন, লড়াই করব বাঘের মতো। এই এলাকার পরিবহণ ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার। সেই ইস্যু নিয়েই বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি। প্রদ্যুৎ চক্রবর্তী বলেন, জলনিকাশি ও যানজট বড় সমস্যা। তা দূর করতে পারেননি বিধায়ক। কুলপির বাসিন্দা গৃহশিক্ষিকা যমুনা তাঁতি। এই কেন্দ্রে এসইউসিআই(সি)-র প্রার্থী হয়েছেন। যমুনা বলেন, সামান্য কয়েকজনকে পড়িয়ে সংসার চালাই। লড়াই কঠিন জেনেও ভোটযুদ্ধে নেমেছি। এলাকার সমস্যার সমাধান করতে হবে। এই কেন্দ্রে কোনও কলেজ নেই। কলেজ করতে চাই। লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে নামখানা এখনও রেলের ডবল লাইন নেই। এর সমাধান চাই।

বর্তমান, ২৪ মার্চ ২০২৬

ভোটের লড়াইয়ে ভুটভুটি চালক, সাইকেল মেকানিক

আন্দোলনের দুই মুখকে এবারের বিধানসভা ভোটে হেমতাবাদ ও কালিয়াগঞ্জ বিধানসভা আসনে প্রার্থী করেছে এসইউসিআই(সি)। তাঁদের একজন সাইকেল মেকানিক। নিজের দোকানের কাজ সামলে এলাকার দাবিদাওয়া নিয়ে নানা সময় আন্দোলনের প্রথম সারিতে দেখা যায় তাঁকে। আরেকজন ভুটভুটি-চালক। তিনিও ভুটভুটি-চালকদের দাবিদাওয়া নিয়ে প্রায়ই পথে নেমে সরব হন।

উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদ ও কালিয়াগঞ্জ বিধানসভায় এই দুই প্রার্থীকে নিয়ে ইতিমধ্যে চর্চা শুরু হয়েছে দোকানে, চায়ের ঠেকে। এসইউসিআই(সি) হেমতাবাদে প্রার্থী করেছে সাইকেল মেকানিক প্রবোধ কুমার সরকারকে। মনোনয়ন জমা করে প্রচারও শুরু করেছেন তিনি। সঙ্গে নিজের কাজও করছেন। হেমতাবাদের মালোন বিএসএফ ক্যাম্পের পাশে তাঁর দোকান। সেখানে বসে সাইকেল মেরামত করেন তিনি। বৃহস্পতিবার দুপুরেও তাঁকে দেখা গেল ধুলোমাখা হাতে সাইকেল সারাইয়ের কাজে। কথা বলে জানা গেল, এর আগে জেলা পরিষদের আসনেও তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। জয়ী না হলেও মানুষের অধিকার আদায়ে সবার আগে দেখা যায় তাঁকে। এলাকার দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন করেন প্রায়ই। এলাকায় পরিচিত মুখ প্রবোধ। ... প্রবোধ বলেন, সাধারণ মানুষকে অধিকার পাইয়ে দিতে চাই। এলাকার অনুন্নয়ন নিয়ে সরব হয়ে ভোট প্রচার করছি।

কালিয়াগঞ্জে এসইউসিআই(সি)-র প্রার্থী ভুটভুটি-চালক ধূলেষ সরকার। তিনি হরিহরপুরের বাসিন্দা। ভুটভুটি চালিয়ে সংসার চলে তাঁর। ভুটভুটি চালকদের দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন করতে গিয়ে রাজনীতিতে আসা বছর বিয়াল্লিশের ধূলেষের। তিনি বলেন, আমি বরাবর আন্দোলনের পাশে থেকেছি। ভুটভুটি চালকদের নানা দাবিতে সরব হয়েছি। এবারের লড়াইটা আরও কঠিন। নিজের কাজ সেরে গ্রামে গ্রামে ঘুরে জনসংযোগও করছেন এই দুই প্রার্থী। বর্তমান, ৪ এপ্রিল ২০২৬

জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় দলের মাধবপুর লোকাল কমিটির পূর্বতন সদস্য কমরেড মদন হালদার ৮১ বছর বয়সে বার্ধক্যজনিত রোগে মুকুন্দপুর (হরিণখালি) গ্রামে ১২ মার্চ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুসংবাদ পেয়ে এলাকার কর্মী-সমর্থকরা তাঁর বাসভবনে যান এবং শ্রদ্ধা জানান। ১৯৬০-এর দশকের শেষে কমরেড মানিক হালদার ও দলের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নলিনী প্রামাণিকের মাধ্যমে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন তিনি।

কমরেড মদন হালদার অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান ছিলেন। এলাকার গরিব-খেটেখাওয়া প্রতিটি পরিবারের সাথে তাঁর নিবিড় সংযোগ ছিল। দুই কন্যা অকালে মারা যাওয়ায় তাঁর স্ত্রী মানসিক রোগগ্রস্ত হয়ে প্রায় উন্মাদ হয়ে যান। এমন পরিস্থিতিতেও জীবিকার জন্য তাঁকে কলকাতায় যেতে হত। সারা দিন পরিশ্রমের পর বাড়ি ফিরে পরিবারের সমস্ত কিছু সামাল দিয়ে পার্টির কাজ, বিশেষ করে বাড়িতে বাড়িতে পার্টির মুখপত্র গণদাবী দেওয়া, আন্দোলনের খবর দেওয়ার কাজ তিনি নিয়মিত ক্লান্তিহীন ভাবে করে যেতেন। এটি ছিল তাঁর প্রতিদিনের কর্মসূচি। পুরো পরিবারকে পার্টির সাথে যুক্ত করা সহ তাঁর ছেলেদের কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা চেষ্টা করেছেন। কমরেড মদন হালদার সিপিএমের দুষ্কৃতী বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। দুষ্কৃতীরা মৃত ভেবে তাঁকে ফেলে রেখে গিয়েছিল। শেষ জীবনে প্রবল অসুস্থতার মধ্যেও কর্মীদের সাথে দেখা হলে দলের কাজকর্ম ও নেতৃবৃন্দের খোঁজ নিতেন।

কমরেড মদন হালদারের মৃত্যুতে দল একজন সংগ্রামী একনিষ্ঠ কর্মীকে হারাল।

কমরেড মদন হালদার লাল সেলাম

নির্বাচন কমিশনে এস ইউ সি আই (সি)-র খোলা চিঠি

একের পাতার পর

হয়রানির শিকার হয়েছিলেন, তা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। শুনানির চিঠি পাওয়ার পর ভোটাধিকার ও নাগরিকত্ব হারানোর আতঙ্কে বহু মানুষ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ বা আত্মহত্যা করেছেন। এই মৃত্যুর দায়ও তো নির্বাচন কমিশনের। অথচ এ নিয়ে কমিশন ন্যূনতম দুঃখ প্রকাশটুকুও করেনি।

সব কিছু ছাপিয়ে, এ বারের এসআইআর পর্বে 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' নামক নতুন এক শব্দবন্ধ আপনি আমদানি করেছেন, যা কমিশনের দীর্ঘ ইতিহাসে কখনও শোনা যায়নি। এই লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি খুঁজতে গিয়ে ভোটার তালিকায় নামের হাস্যকর রকমের ভুল বানান ইত্যাদি কারণে ৬০ লক্ষ মানুষকে 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন' বা বিচারাধীন অবস্থায় ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বাইরের রাজ্য থেকে নির্বাচন কমিশনের দ্বারা নিয়োগ করা মাইক্রো অবজার্ভারদের আচরণও সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। এ দিকে বিচারাধীনদের নাম থাকা-না থাকার বিচারপর্ব শেষ হওয়ার আগেই আপনি নির্বাচনের তারিখ ও নির্ঘণ্ট ঘোষণা করে দিয়েছেন। আর সেই ভোট ঘোষণার দিনেও কী করে বলতে পারলেন যে— 'কোনও বৈধ নাগরিকের নাম বাদ যাবে না'? এটা কি জনগণের সঙ্গে প্রতারণা নয়?

আপনার নেতৃত্বে চলা নির্বাচন কমিশনের অপকর্মের শেষ পরিণতি হিসেবে সর্বোচ্চ আদালত বিচারক নিয়োগ করে আপনার কমিশনের অপকর্মে আক্রান্তদের, কমিশনের চাওয়া নথির ভিত্তিতেই অতি দ্রুততার সাথে ভোটার তালিকায় নাম থাকবে কি না তা ঠিক করতে বলেছে, যা সময়াভাবে বাস্তবে সম্ভব নয়। যে লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম বাদ যাচ্ছে, তারা প্রান্তিক মানুষ, বস্তিবাসী, দলিত, মতুয়া, মহিলা ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। তাদের বাধ্য করা হচ্ছে ট্রাইবুনালের দ্বারস্থ হতে। পূর্ব অভিজ্ঞতা তো এটাই বলে যে, এই ধরনের ট্রাইবুনালের বিষয় দীর্ঘ সময় ও বিপুল ব্যয়সাপেক্ষ। এই ট্রাইবুনালে পাঠানো লক্ষ লক্ষ মানুষের সাথে রয়েছেন এসইউসিআই(সি)-র প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল, যিনি দীর্ঘদিন কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রকের অধীন সিজিএইচএস-এর চিফ মেডিকেল অফিসার ছিলেন। এই নাম বাদ যাওয়ার দলে রয়েছেন প্রাক্তন বিচারপতি, উচ্চ সরকারি পদে থাকা নির্বাচনী আধিকারিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক থেকে শুরু করে বহু বিশিষ্ট মানুষ। বিচারাধীন রেখে বা ট্রাইবুনালে ঠেলে দিয়ে আপনি যে লক্ষ লক্ষ বৈধ নাগরিকের ভোটাধিকার কেড়ে নিতে চলেছেন, এ নিয়ে কোনও প্রশ্নের উত্তর আপনি দিচ্ছেন না। দায় এড়িয়ে সুকৌশলে বলছেন, ওটা বিচারাধীন বিষয়। এর দ্বারা, মানুষের গণতান্ত্রিক ভোটাধিকার প্রয়োগকে নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে সেই অধিকারকেই নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে কার্যত হরণ করা হচ্ছে।

আমাদের দলের প্রতিনিধিদল গত ২৮ মার্চ পশ্চিমবঙ্গের সহকারী চিফ ইলেকশন অফিসারের সাথে দেখা করে কী ভাবে কমিশনের দ্বারা বাদ দেওয়া নামের নাগরিকরা ভোট দিতে পারবেন তা জানতে চাইলে, তিনি কোনও পথ না দেখিয়ে ট্রাইবুনালে আবেদন করতে বলেছেন। ভোটের আগে ট্রাইবুনালে তার ফয়সালা হবে কি না তিনি তাও বলতে পারেননি। তা হলে, আপনার দেওয়া প্রতিশ্রুতি 'কোনও বৈধ নাগরিকের নাম বাদ যাবে না' তা আপনিই লঙ্ঘন করতে চলেছেন না কি? প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে চাই যে, আসামে দুই দশক আগে নির্বাচন কমিশন বিদেশিদের নাম বাদ দেওয়ার কথা বলে ভোটার তালিকাতেই 'ডাউটফুল ভোটার' সংক্ষেপে 'ডি-ভোটার' ছাপ মেরে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছিল। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব কর্তব্য এমন করেই শেষ করে ডি-ভোটারদের নাম ট্রাইবুনালে ঠেলে দিয়েছিল। তার ফলশ্রুতিতে অনেকের ঠাঁই হয়েছিল সরকারের সীমাহীন নির্মমতার ডিটেনশন ক্যাম্পে এবং দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়ার পর অনেকেই যে বৈধ নাগরিক, তা প্রমাণিত হয়েছিল।

গত বছর বিহারে এসআইআর চলাকালে বিজেপি নেতা ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছিলেন 'ডিটেক্ট, ডিলিট অ্যান্ড ডিপোর্ট'। ও সব কথা বলে নাগরিকদের বে-নাগরিক বলে দেগে দিয়ে ডিটেনশন ক্যাম্পে ঠেলে দেওয়ার সেই ষড়যন্ত্রে আপনার নির্বাচন কমিশনকে 'ডিলিট' নামক কাজটি করার অংশীদার করছে বলে কেউ মনে করলে তা কি খুব ভুল হবে? আশা করি, এ রাজ্যের সাধারণ মানুষের কাছে আপনি এর সদুত্তর দেবেন।

পরিশেষে, নির্বাচন কমিশনের কাছে আমাদের স্পষ্ট দাবি, যেহেতু বৈধ নাগরিকের ভোটাধিকার এসআইআর-এর মাধ্যমে তৈরি ভোটার তালিকা দ্বারা আপনি নিশ্চিত করতে পারছেন না, তাই মৃত ও ডুপ্লিকেট নাম বাদ দিয়ে, ২০২৫ সালের ভোটার তালিকার ভিত্তিতেই ভোট নিতে হবে এবং অবশ্যই ইতিমধ্যে ৬ নম্বর ফর্ম পূরণ করা নতুন ভোটারদেরও তাতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পদে থেকে আপনার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করতে আমাদের দেওয়া প্রস্তাবের বৈধতা স্বীকার করে সকল নাগরিকের ভোটাধিকার আপনি সুনিশ্চিত করবেন, এটা আমাদের প্রত্যাশা।

নির্বাচনে বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি রাজনীতির মুখোশ খুলে দেওয়াই বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য

শিবদাস ঘোষ

যত দিন বিপ্লব না হয়, জনতা ইলেকশন চাক বা না চাক, পছন্দ করুক আর নাই করুক, ভাল লাগুক, মন্দ লাগুক, জনতাকে টেনে আনা হয়, জনতা এসে যায়। বিপ্লব মানে হল, যখন জনতা বুঝে ফেলেছে ইলেকশনের প্রয়োজনীয়তা নেই, যখন সকলে এই চেতনার ভিত্তিতে সংগঠিত হয়ে গেছে এবং সংগঠিত ভাবে ইলেকশন বর্জন করছে, নেগেটিভলি বর্জন করছে না, পজিটিভলি তারা আপরাইজিং তথা গণঅভ্যুত্থান করার জায়গায় চলে গেছে। যখন সে বলে, না ইলেকশন নয়, ক্ষমতা দখল, তখনই একমাত্র ইলেকশন অকার্যকরী হতে পারে। না হলে ইলেকশনে জনতা বার বার ফেঁসে যায়। আর জনতার সঙ্গে থাকবার জন্য বিপ্লবী হোক, অবিপ্লবী হোক সকলকেই ইলেকশনে যেতে হয়, সত্যিকারের বিপ্লবীকেও যেতে হয়। শুধু ওই সব সেকটেরিয়ান ট্রুইজম-এর চর্চা যারা করে, যারা বিপ্লবের চর্চা করে না, তারা গা বাঁচায়, না হলে সকলকেই যেতে হয়। তা হলে গেলে সকলের কি দৃষ্টিভঙ্গি এক হবে? ইলেকশন তো সকলেই করছে, বাইরের দিক থেকে দেখলে, আমি করছি, বিপ্লবী লেনিনবাদীরাও করছি, সোসাল ডেমোক্র্যাটরাও করছে, খাঁটিরাও করছে, মেকিরাও করছে, বুর্জোয়ারাও করছে, মেকি সমাজতন্ত্রীরাও করছে। আর সকলেরই কথা হবে— আমি ঠিক, বিপক্ষ দল বেঠিক।

তা হলে বিপক্ষ দলকে হারাবার জন্য যে কোনও কৌশলটাই হচ্ছে সঠিক, কারণ আমি সঠিক। এই ভাবে যদি আপনি যুক্তি করতে থাকেন, তা হলে বুর্জোয়া আর আপনার মধ্যে কোনও শ্রেণিগত পার্থক্য থাকে না, দৃষ্টিভঙ্গিরও পার্থক্য থাকে না, অথচ গভীর বিচার-বিশ্লেষণে এটা ভুল প্রমাণ হয়।

আসলে বুর্জোয়া আর প্রোলেটারিয়েট— এ দু'জনেরই লড়াইয়ের কলা-কৌশল, কায়দা, সংগঠন পদ্ধতি, ইলেকশন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি, জেতা-হারার কলা-কৌশলটি ঠিক করাও দেশের বাস্তব বিপ্লবী আন্দোলন, গণচেতনার স্তরের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয়। বুর্জোয়ার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন তেন প্রকারেণ সর্বোচ্চ সংখ্যক নির্বাচনী আসন দখল করা এবং করে ক্ষমতায় যাওয়া। ক্ষমতায় গিয়ে নানা রিফর্মস (সংস্কারমূলক কাজ) করে, নানা স্লোগান তুলে এই এগজিসটিং সিস্টেম-কেই (বর্তমান ব্যবস্থা) টিকিয়ে রাখা। যেমন করে বললে আমি জনতার মধ্যে প্রগতিশীল সেজে কিছু দিন তাকে বিভ্রান্ত করতে পারি, বোকা বানাতে পারি এবং এই ব্যবস্থাটাকেই দীর্ঘস্থায়ী করতে পারি— এ হল তাদের উদ্দেশ্য। তা হলে তার মূল লক্ষ্য হয়, যে ভাবেই হোক সর্বাধিক নির্বাচনী আসন দখল কর। এটা ছাড়া রাজনৈতিক কর্মসূচি, আশু কর্মসূচি এগুলোও সে দেয়। এই প্রোগ্রাম ও স্লোগান তাদের যাই হোক, তাদের মূল কথা হচ্ছে, গ্র্যাব ম্যাক্সিমাম সিটস।

আর বিপ্লবী উদ্দেশ্যমুখিনতার লক্ষ্য থেকে প্রোলেটারিয়েট যখন অনন্যোপায় হয়ে জনতার সঙ্গে থাকার জন্য নির্বাচনী লড়াইয়ে যায়, তখন সে একটা জনতার বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে যায়। সিট জেতবার জন্য সে-ও চেষ্টা করে সাধ্যমতো। কিন্তু তার উদ্দেশ্যের কেন্দ্রবিন্দুটা কখনই যে ভাবেই হোক সর্বাধিক আসন দখল করা হয় না। তার মেইন ফোকাল পয়েন্টটা হয়, জনতাকে, একটা মাস রেভোলিউশনারি লাইনের (জনতার বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইনের) ভিত্তিতে ইলেকশন লড়াই করতে শেখানো এবং এইটা করতে গিয়ে ম্যাক্সিমাম সিট পাই পাব, যদি না পাই, একটাও না পাই, না পাব। যদি দশটা রক্ষা করতে পারি, দশটাই করব, কিন্তু তার সেন্ট্রাল ফোকাল পয়েন্ট কখনওই হবে না— যে কোনও উপায়ে কতকগুলো সিট গ্র্যাব করা।

জনতার সেই বিপ্লবী রাজনৈতিক সংগ্রামের পদ্ধতিটি কী, যেটা ইলেকশনে জনসাধারণের কাছে আমি নিয়ে যাব? জনতার মধ্যে আমি যাব এই কথা নিয়ে— তুমি যখন ইলেকশন করছই তখন পিপল-এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তোমাকে বিপ্লবী রাজনীতির ভিত্তিতে ইলেকশন করতে হবে। সেটা করতে গিয়ে তোমার নিজের ঘাঁটিগুলি তুমি নিজে সামাল দাও। যে কটা সিট পাও, যতগুলো ম্যাক্সিমাম পার, এমনকি যদি সব সিটই জিততে পার, এর ভিত্তিতে এই লাইনের ভিত্তিতেই জেতো। কিন্তু একমাত্র এর ভিত্তিতেই, এটাকে গোলমাল করে দিয়ে নয়। শত্রুকে হারাবার জন্য যা দরকার তাই কর— এ সব যুক্তি যদি তুমি তোল, আর বিপ্লবী তকমা এঁটে তোল, তা হলে কিন্তু বুর্জোয়ারা যে ভাবে ইলেকশন ফাইট করে, তুমিও আসলে সেই কৌশলটি, সেই কায়দাটি এবং সেই একই ট্যাকটিক্সটাকেই বিপ্লবের নামে চালু করার চেষ্টা করবে।

এতে কি বিপ্লবী হওয়া যায়? এর দ্বারা কি বিপ্লবের কাজ এগোয়? না, এতে বিপ্লবী হওয়া যায় না এবং এর দ্বারা বিপ্লবী কাজও এগোয় না। এর ফলে, আমরা যে বলি ইলেকশনের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি পলিটিক্সকে এক্সপোজ করব, তা হয় কি? এই কথাটা মুখে বলা আর কাজে করা এক জিনিস নাকি? এক দল শুধু মুখে বলে, আর এক দল বাস্তবে করে। কাজেই কারা এটা শুধু মৌখিক ভাবে বলছে, আর কারা প্রকৃতই সেই অনুযায়ী কাজ করছে, এ সম্পর্কে পিপলকে, জনতাকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করাটাই হল আসল জিনিস।

শ্রমিক আন্দোলনে ঐক্য রক্ষা ও বিপ্লবী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে

অমিত শাহরা দিচ্ছেন নারী সুরক্ষার গ্যারান্টি!

সমাজমাধ্যমের আঙিনায় হেঁটে বেড়ালে আজও চোখে পড়ে যাচ্ছে ভাইরাল হওয়া সেই বীভৎস ভিডিও। ক্রন্দনরত এক তরুণীকে পিছন দিক থেকে গলা চেপে ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে এক যুবক। মেয়েটির জামাকাপড় ছেঁড়া। পিছনের যুবকটি জান্তব উল্লাসে অশালীনভাবে হাত দিয়ে চেপে ধরেছে মেয়েটির শরীর। এই দুজনকে চারিদিক থেকে ঘিরে রয়েছে আরও বহু মানুষ— নাকি মানুষ নামধারী পশুরা। তারা ভিডিও করছে। তরুণী আক্রমণকারী যুবকের হাত ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসার জন্য ছটফট করছেন, কিন্তু জনতার সোল্লাস চিৎকারে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে তাঁর আর্ত স্বর।

না, এ কোনও মধ্যযুগ থেকে তুলে আনা দৃশ্য নয়। ঘটনাটি ২৬ মার্চের। ঘটেছে বিহারের নালন্দা জেলায়, যেখানে ক্ষমতায় রয়েছে বিজেপি-জেডিইউ সরকার। জানা গেছে, আক্রান্ত এই তরুণীর স্বামী পরিযায়ী শ্রমিক। কাজ করেন মহারাষ্ট্রে। শ্বশুরবাড়িতে থাকেন এই মহিলা। ঘটনার দিন বিকেলে তিনি দোকানে গিয়েছিলেন। সেখানেই দোকানদারের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের অজুহাত তুলে একদল লোক তাঁকে আক্রমণ করে, জামাকাপড় ছিঁড়ে দিয়ে নগ্ন করার চেষ্টা করে এবং যথেচ্ছ ভাবে অশালীন নির্যাতন চালাতে চালাতে রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত কোনও মতে তাদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হন তরুণী। পরদিন তিনি থানায় ডায়েরি করেন। ইতিমধ্যে ওই দুষ্কৃতীরা নির্যাতনের ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়। জানা গেছে, পুলিশ এ পর্যন্ত মাত্র দুজনকে গ্রেপ্তার করতে পেরেছে। বাকিরা এখনও অধরা।

এই ক'দিন আগে ২৮ মার্চ পশ্চিমবঙ্গে ভোটের প্রচারে এসেছিলেন কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

ধর্ষণে শীর্ষে বিজেপি শাসিত রাজ্য

ভাষণ দিতে গিয়ে রাজ্যে নারী নিরাপত্তার বেহাল দশার প্রসঙ্গ তুলেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে নাকি এই রাজ্যে নারী সুরক্ষা নিশ্চিত হবে। বলেছিলেন, রাজ্যে তাঁদের সরকার হলে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ করলে পাতাল থেকে হলেও অপরাধীদের খুঁজে এনে শাস্তি দেওয়া হবে। অন্ধভক্তদের বিপুল হাততালির স্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে অমিত শাহ যখন গলা ফাটিয়ে নারী সুরক্ষার মহান যোদ্ধা হিসেবে নিজেকে জাহির করছিলেন, তখন একবারের জন্যেও বিহারের এই অসহায় তরুণীটির মুখ তাঁর মনে পড়েছিল কি? সে রাজ্যে তো ক্ষমতায় রয়েছে তাঁদের দলেরই সরকার। তা হলে কোন সাহসে দীর্ঘ সময় ধরে অসহায় এক নারীর উপর এ ভাবে নির্যাতন চালানোর ভরসা পেয়েছিল দুষ্কৃতীরা? ঘটনার এতদিন পরেও সেখানে সমস্ত অপরাধী গ্রেপ্তার হল না। এই তা হলে বিজেপি সরকারের পাতাল থেকে অপরাধীদের খুঁজে এনে শাস্তি দেওয়ার নমুনা!

শুধু বিহার তো নয়, যেখানেই যে রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আছে, দেখা যাচ্ছে সব জায়গাতেই নারী নিরাপত্তা অবিরাম বিপন্ন হয়ে চলেছে। বিহারের সাম্প্রতিক এই ঘটনা প্রসঙ্গে বারবার মণিপুরের নাম উঠে আসছে। সেখানে দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকা জাতিগত সংঘর্ষের আবহে দুই নারীকে নগ্ন করে ঘোরানোর ঘটনায় শিউরে উঠেছিল গোটা দেশ। যে অমিত শাহ কলকাতায় এসে নারী সুরক্ষার গালভরা কথা বলে গেলেন, সেই তিনি নিজে কিংবা তাঁর দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সেখানে গিয়ে বিপন্ন, আক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো দূরের কথা, নারী নির্যাতনের সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার নিন্দাটুকুও করেননি।

পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল শাসনে নারী সুরক্ষা তলানিতে এ কথা ঠিক। কিন্তু তাই বলে এ রাজ্যের মানুষ বিজেপি নেতা অমিত শাহের মুখে নারী নির্যাতন বিরোধী বাগাড়ম্বর শুনবেন কেন? ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস বুরোর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত কয়েক বছরে দেশ জুড়েই মহিলা নির্যাতন, ধর্ষণের ঘটনা বেড়েছে। কিন্তু তথ্য দেখাচ্ছে, গোটা দেশের মধ্যে ধর্ষণ-গণধর্ষণের ঘটনায় শীর্ষে আছে যে রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র— সেই চারটি রাজ্যেই সরকারে আছে বিজেপি। গত কয়েক মাস ধরে ওড়িশায় বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকারের মহিমায় নারী ও নাবালিকা ধর্ষণ, গণধর্ষণ ও খুনের বাড়বাড়ন্ত লক্ষ করছেন সারা দেশের মানুষ। বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশে অতি সম্প্রতি থানায় অভিযোগ করতে আসা ধর্ষিতা নাবালিকাকে আবারও ধর্ষণ করে খুন করেছে সেখানকার পুলিশ। নারী নিরাপত্তা রক্ষায় অমিত শাহরা যদি সত্যিই আন্তরিক হতেন, এখানে এসে যে বাগাড়ম্বর তিনি করে গেলেন, তার মধ্যে যদি তিলমাত্র সত্য থাকত, তা হলে এমন ধরনের ঘটনা একের

সাতের পাতায় দেখুন

এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীদের জয়ী করুন

মেদিনীপুর শহরে মনোনয়নপত্র জমা দিতে চলেছেন প্রার্থীরা

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পথে বীরভূম জেলার প্রার্থীরা

মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে প্রার্থীর সমর্থনে দেওয়াল লিখন

তমলুক কেন্দ্রে প্রার্থীর সমর্থনে প্রচার মিছিল

মালদহের চাঁচলে প্রার্থীর সমর্থনে দেওয়াল লিখন

ভোটের প্রচারে ধর্মের অপপ্রয়োগ
বিপদটা কোথায়

ভোটের প্রচারে ধর্মের অপপ্রয়োগ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। মন্দিরে পুজো দিয়ে ভোট প্রচার স্বাধীনতার পর থেকেই শুরু হয়েছে। ইন্দিরা গান্ধী থেকে রাজীব গান্ধী, মনমোহন সিং থেকে রাহুল গান্ধী সহ কংগ্রেসের সব তাবড় নেতারা পুজো অনুষঙ্গেই ভোট প্রচার করেছেন। একই পথে হেঁটেছেন বাজপেয়ী থেকে আডবানি, নরেন্দ্র মোদির মতো বিজেপি নেতারাও। প্রচারের ফাঁকে মন্দিরে যাওয়া, তার খবর সাংবাদিকদের মাধ্যমে দেশ জুড়ে প্রচার করা, নিজেদের অতি ধার্মিক হিসেবে তুলে ধরে ভোট চাওয়া— এইসব দৃশ্য দেশের মানুষের চিরচেনা। রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসও এই পথের পথিক হয়েছে। সরকারি টাকায় মন্দির নির্মাণ শুধু নয়, ভোট প্রচারে এলাকার নানা মন্দিরে পুজো দেওয়া, মসজিদে যাওয়া ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষঙ্গে কংগ্রেস বিজেপি তৃণমূল আজ এক সারিতে। এ বারের নির্বাচনে এই সারিতে এসে জুটলেন সিপিএমের দুই শীর্ষ প্রার্থীও।

এঁদের একজন সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মীনাক্ষী মুখার্জী। আর একজন যুবনেতা কলতান দাশগুপ্ত। মীনাক্ষী মুখার্জী প্রার্থী হয়েছেন উত্তরপাড়ায়। গত ২২ মার্চ তিনি মারোয়াড়িদের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যান এবং সেখানে যে যজ্ঞ চলছিল তাতে ঘৃতাহুতি দেন। আর পানিহাটির সিপিএম প্রার্থী কলতান দাশগুপ্ত এলাকার পরিচিত চৈতন্যদেবের মন্দিরে গিয়ে নমস্কার করেন। ধর্ম সহযোগে ভোট প্রচারে আপত্তি কোথায়? ভারত একটি ঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। সেই ধর্মনিরপেক্ষতার অনেক ক্ষয় সত্ত্বেও যতটুকু টিকে আছে, এই ধর্মকেন্দ্রিক ভোট প্রচার তার উপর আরও আঘাত হানছে। অন্য দিকে মানুষের মধ্যে ধর্ম নিয়ে যে আবেগ আছে, তাকে ব্যবহার করে শাসক দলগুলি তাদের জনবিরোধী রাজনীতিকে ধর্মের মোড়কে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। দ্বিতীয়ত, ধর্মকে ব্যবহার করে তৈরি করা মেরুকরণ, দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িকতা, বিভেদ ইত্যাদি সামাজিক সম্প্রীতিকে নষ্ট করছে। তৃতীয়ত, ধর্ম-বর্ণ-প্রদেশ নির্বিশেষে শোষিত মানুষের ঐক্য ভেঙে দিয়ে পুঁজিপতিদের শোষণ ও সরকারি বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে দুর্বল করে দিচ্ছে এই ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতি। তাই ধর্মকে ব্যবহার করে রাজনীতি সমাজ অগ্রগতির পথে প্রবল বাধা। ধর্মান্ধতা যেহেতু মানুষের বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে দেয়, তাই শোষিত মানুষের মুক্তির সংগ্রামকে এই রাজনীতি ভেতর থেকে দুর্বল করে দেয়। পুঁজিপতিরা তাই ধর্মের এই রাজনীতিকরণকে সব দিক থেকে মদত দেয়। অর্থ দিয়ে, প্রচার দিয়ে তাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তোলে।

বামপন্থীদের অবস্থান ধর্মনিরপেক্ষ। ধর্ম পালন করা বা না করাকে বামপন্থীরা ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিষয় বলেই মনে করেন। তাই বামপন্থীরা রাজনৈতিক প্রচারে, দলীয় কর্মকাণ্ডে ধর্মকে ব্যবহার করেন না। বিতর্ক তৈরি হয়েছে ভোটের প্রচারকালীন সিপিএমের দুই নেতার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে যাওয়া নিয়ে।

সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেছেন, 'মানুষ যেখানে আছেন, আমরাও সেখানে আছি।' কিন্তু এই একই যুক্তি তুলেই তো কংগ্রেস, বিজেপি, তৃণমূলও মন্দিরে মন্দিরে যাচ্ছে। তা হলে এদের থেকে বামেদের পার্থক্য কোথায়? বামপন্থীরা তো কারখানায়, মহল্লায়, শ্রমজীবী মানুষের বসতিতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সর্বদাই থাকার গর্ব করেছে। তা হলে সিপিএম কি সেই পরিসর ছেড়ে দিয়েছে বলেই মন্দির-মসজিদে যেতে হচ্ছে মানুষ খুঁজতে?

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির এই যে বিপজ্জনক উত্থান ঘটছে, এর কারণ কী? ১৯৬৯ সালে মার্ক্সবাদী নেতা এসইউসিআই(সি) -এর প্রতিষ্ঠাতা শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছিলেন, "... জনসংঘের মতো ধর্মীয় রাষ্ট্রীয়তাবাদীরা ওঁত পেতে বসে আছে। তারা সুযোগের অপেক্ষা করছে। বামপন্থী আন্দোলনের প্রতি মানুষের যে আকর্ষণ আজও রয়েছে তা নষ্ট হয়ে গেলেই তারা আত্মপ্রকাশ করবে।" বামপন্থার নাম নিয়ে সিপিএমের মতো দলগুলি যেভাবে কয়েক দশক গায়ের জোরের রাজনীতি করেছে, যুক্তিহীন অন্ধ মানসিকতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে, অন্য দলের সমালোচনাকে কংগ্রেসী চক্রান্ত বলে দাগিয়ে দিয়ে সমালোচনার মর্মবস্তুকে উড়িয়ে দিয়েছে, তাতে আরএসএস মাথা তুলবার জমি পেয়েছে। কংগ্রেস ধর্মকে ব্যবহার করে ভোট রাজনীতির যে খেলা খেলছিল, বাবরি মসজিদ ধ্বংস করার মধ্য দিয়ে তা আরএসএস-বিজেপি দখল করে নেয়। এখন আরএসএস-বিজেপির শক্তিবৃদ্ধিতে সাহায্য করছে তৃণমূলের মন্দির রাজনীতি, তাদের নরম হিন্দুত্বের রাজনীতি। সাধারণ মানুষের কাছেও এখন ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, বিজেপিকে আটকানোর মতো কোনও কার্যকর অস্ত্র কংগ্রেস বা তৃণমূলের ভাণ্ডারে নেই। অর্থাৎ আদর্শগত কোনও অস্ত্র তাদের নেই। এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে সত্যিকারের বামপন্থীরা, যাদের লড়াই প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতাকে ভিত্তি করে।

এ রাজ্যে সিপিএম-এর শাসনে বামপন্থার নাম নিয়ে প্রকৃ অবাম কার্যকলাপের দ্বারা বামপন্থী ভাবাদর্শ ধাক্কা খেয়েছে। সংসদীয় বামপন্থী দলগুলিতে বামপন্থায় বিশ্বাসী মানুষের কাছে বামপন্থাটা একটা কৌশল-মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। বামপন্থা যে একটা নিছক কৌশল বা স্লোগান নয়, একটা উন্নত আদর্শ ও সংগ্রামী চেতনা— সেই বোধটাই দুর্বল হয়ে গেছে। এর পুনর্জাগরণ ঘটানো আজ শ্রমিক কৃষক সাধারণ মানুষের স্বার্থেই জরুরি।

গণশক্তিতে দলীয় নেতারা লিখছেন, বামপন্থাই বিকল্প। কিন্তু এই বিকল্প কি শুধুই কৌশল? রাজনৈতিক আচার-আচরণে, প্রতিদিনকার ব্যবহারে মানুষ যদি সেই বিকল্পের প্রভাব দেখতে না পান, সংগ্রামী চেতনা যদি এতে শক্তিশালী না হয়ে শুধু ভোটে আখের গোছানোর হিসাব দেখতে পান, তবে কর্মী-সমর্থকরাও কোন দিকে সুবিধা বেশি, সেদিকে ছোটার টান এড়াতে পারেন না। এই সুবিধাবাদী রাজনীতি এ দেশে বামপন্থার কত বড় সর্বনাশ করেছে, তা একটু ভাবলে চোখে না পড়ার কথা নয়। বামপন্থার ন্যূনতম চেতনা থাকলে তো চোখে পড়ারই কথা। শুধুমাত্র ভোটের শক্তি দিয়ে বামপন্থার বিচার হয় না, তা আজ দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। আদর্শহীন স্লোগানসর্বস্ব রাজনীতির পিছনে সুবিধা ও ক্ষমতা দেখে একদিন হাজার হাজার লোক জমা হতে পারে। কিন্তু আর একদিন সেই দুর্গ যে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে সিপিএম দলটির দিকে তাকালেই তা স্পষ্ট হয়ে যায়। আদর্শের শক্ত ভিত না থাকলে জনসমর্থন শেষ পর্যন্ত মানুষের কোনও উপকার করে না।

এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) বাম বিকল্পের পতাকা বহন করে এগিয়ে চলেছে। বিপ্লবী বামপন্থা, সংগ্রামী বামপন্থাকে হাতিয়ার করে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধেলাগাতার আন্দোলন করে চলেছে এসইউসিআই(সি)। বহু ক্ষেত্রে দাবিও আদায় হয়েছে। মনে রাখা জরুরি, যত দিন যাচ্ছে, পুঁজিপতিদের সেবা করতে গিয়ে কেন্দ্রে ও রাজ্যে ক্ষমতাশীল সরকারগুলি, তত বেশি অগণতান্ত্রিক এবং জনবিরোধী হয়ে উঠছে। তারা জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলি উপেক্ষা করছে বেশি বেশি করে। এই কারণে আজ যদি সামান্যতম দাবিও সরকারের কাছ থেকে আদায় করতে হয় তার জন্য ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে দীর্ঘস্থায়ী গণআন্দোলন জরুরি।

সাধারণ মানুষের জয় হয় গণআন্দোলনের প্রবাহেই। ধর্মকেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িকতার যে বিপদ ভোটসর্বস্ব রাজনৈতিক দলগুলির মাধ্যমে সমাজ জীবনে সংক্রমিত হচ্ছে, তাকে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনের পথেই প্রতিহত করা সম্ভব। এই কারণে নির্বাচনী ময়দানে শ্রমিক-কৃষক মেহনতি শ্রেণির কর্তব্য হল ন্যায়সঙ্গত গণআন্দোলনের শক্তিকেই বিজয়ী করা।

গ্রেপ্তার কৃষক নেতা প্রবল বিক্ষোভ ওড়িশা জুড়ে

ওড়িশার কেওনঝড় জেলার পাটানা ব্লকের যমুনাপোশী গ্রাম এখন কৃষক আন্দোলনে উত্তাল। এখানে মেগাস্টিল প্ল্যান্ট তৈরির জন্য জিন্দাল গোষ্ঠী ও পস্কো কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করেছিল পূর্বতন বিজু জনতা দল (বিজেডি) সরকার। এই গ্রামের উর্বর জমি সেচসেবিত এবং বহুফসলি। গ্রামের মানুষের দাবি, স্টিল প্ল্যান্ট এখানে তৈরি না করে জেলার অকৃষিযোগ্য পতিত জমিতে করা হোক। বিজেডি সরকার কৃষকদের এই দাবি শোনেনি। ফলে দশ বছর ধরে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছে। অল ইন্ডিয়া কিসান-খেতমজদুর সংগঠন এই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। আন্দোলনে লাঠি-গুলি চলেছে। আন্দোলনের আগুন কখনও ধিকিধিকি জ্বলেছে, কখনও তীব্র ভাবে জ্বলে উঠেছে। কৃষকদের অপ্রতিরোধ্য সংগ্রামের সামনে পূর্বতন সরকার প্রকল্প স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছে।

ইতিমধ্যে রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি সরকার। তারা ওই জমি মিত্তাল গোষ্ঠীকে পাইয়ে দিতে কৃষক উচ্ছেদে নেমেছে। ফলে আবারও শুরু হয়েছে গ্রামবাসীদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ। বিজেপির লক্ষ্য আন্দোলনের নেতাদের গ্রেফতার করে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে আন্দোলন দুর্বল করে দেওয়া। এই উদ্দেশ্যেই ওড়িশা পুলিশ এই আন্দোলনের অন্যতম নেতা প্রকাশ মল্লিককে ৩১ মার্চ গভীর রাতে গ্রেপ্তার করে এবং বহু কৃষকের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করে।

এআইকেকেএমএস-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ ১ এপ্রিল এক বিবৃতিতে প্রকাশ মল্লিককে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার দাবি জানান। সাথে সাথে দাবি করেন, যে কৃষকরা তাঁদের অতি মূল্যবান এবং জীবিকার একমাত্র সম্বল পৈতৃক কৃষিজমি রক্ষার জন্য শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের উপর পুলিশি নির্যাতন বন্ধ করতে হবে। এই গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে এবং কমরেড প্রকাশ মল্লিকের দ্রুত মুক্তির দাবিতে আবারও কৃষকরা রাস্তায় নেমেছেন। ২ এপ্রিল এআইকেকেএমএস রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ দিবস পালনের ডাক দেয়। পশ্চিমবঙ্গের সিঙ্গুর আন্দোলনের মতো এই আন্দোলনেও মহিলারা সামনের সারিতে। তাঁদের একটাই কথা— 'জান দেব, জমি দেব না'। পতিত জমি থাকতে বহুফসলি জমি কেন— এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছে না সরকার। এআইকেকেএমএসের রাজ্য সভাপতি সদাশিব দাস ও সম্পাদক রঘুনাথ দাস সংগ্রামী কৃষকদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, জিন্দাল ও পস্কোর সাথে বিজেপি সরকারের এই চুক্তি বাতিল করতে হবে।

ছত্তিশগড়ে এনআরএলএম ক্যাডার ইউনিয়নের বিক্ষোভ

ছত্তিশগড়ে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত এনআরএলএম সক্রিয় মহিলা সংঘ এবং কৃষিসখী-পশুসখী সংঘের ডাকে ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে রাজ্য জুড়ে ধর্মঘট চালাচ্ছেন কর্মীরা। কাঙ্কেরে ১৬ মার্চ কর্মীরা বিশাল মিছিল করে জেলাশাসকের দফতরে গিয়ে স্মারকলিপি জমা দেন। এ দিন থেকে কাঙ্কেরে লাগাতার ধরনা শুরু করেছেন কর্মীরা।

এনআরএলএম কর্মীরা নিজেদের দাবিদাওয়া নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই চালাচ্ছেন। গত ৫ ও ১৫ জানুয়ারি রায়পুরে বিক্ষোভ দেখান কর্মীরা। উপমুখ্যমন্ত্রী ও পঞ্চায়েত মন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সরকার তাঁদের দাবি-দাওয়ায় কর্ণপাত না করায় ১৯ ফেব্রুয়ারি রায়পুরে আবার বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিক্ষোভে পুলিশ বাধা দেয়। ২৪ ফেব্রুয়ারি পেশ হওয়া রাজ্য বাজেটেও এনআরএলএম ক্যাডারদের দাবি মানেনি সরকার। এই অবস্থায় হাজার হাজার এনআরএলএম কর্মী মাথা উঁচু করে লড়াইয়ের ময়দানে শামিল রয়েছেন। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

মোরাদাবাদে ৫ এপ্রিল এসইউসিআই (সি)-র পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ সাংগঠনিক কমিটির উদ্যোগে এক রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা করেন দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড সত্যবান। রাজ্য নেতারাও উপস্থিত ছিলেন

৬ বছরে ৪০০ শতাংশ সম্পদ বেড়েছে মাত্র পাঁচটি পরিবারের

মোদি রাজত্ব ধনী-দরিদ্রে ফারাককে সীমাহীন করে তুলেছে। হাতে গোনা কিছু অতি ধনীর হাতে কল্পনাতীত পরিমাণ সম্পদ জমা হয়েছে। এমন তথ্যই উঠে এল সেন্টার ফর ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টেবিলিটির পক্ষ থেকে ১ এপ্রিল প্রকাশিত 'ওয়েলথ ট্র্যাকার ইন্ডিয়া ২০২৬' রিপোর্টে।

এই তথ্য অনুযায়ী ২০১৯ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে দেশের সবচেয়ে ধনী পাঁচ জনের সম্পদের পরিমাণ বেড়েছে ৪০০ শতাংশ। যে পাঁচ জন অতি ধনীর কথা বলা হয়েছে তাঁরা হলেন, মুকেশ আম্বানি, গৌতম আদানি ও তাঁর পরিবার, সাবিত্রী জিন্দল ও পরিবার, সুনীল মিত্তল ও পরিবার এবং শিব নাদার। রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৪ সাল পর্যন্ত দেশের সম্পদে নিম্নবিত্ত ৫০ শতাংশের অংশীদারিত্ব ৬.৪ শতাংশেই আটকে রয়েছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভারতে অর্থনৈতিক বৈষম্য এতটাই বেড়েছে যে, তা কদর্য আকার ধারণ করেছে। সাধারণ মানুষের ধারণার মধ্যেই আর নেই বিষয়টি। ১৪০ কোটির জনসংখ্যার দেশে বর্তমানে ১ হাজার ৬৮৮ জনের প্রত্যেকের সম্পত্তির পরিমাণ ১০০০ কোটি বা তার বেশি। তাঁদের সম্মিলিত সম্পদের পরিমাণ ১৬৬ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে, যা ভারতের জিডিপি-র প্রায় ৫০ শতাংশ। ২০১৯ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে মুকেশ আম্বানির সম্পদ বেড়েছে ১৫৩ শতাংশ, গৌতম আদানির ৬২৫ শতাংশ।

কী ভাবে সম্ভব হল এই বিপুল সম্পদবৃদ্ধি? বিজেপি সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে এক দিকে শ্রমিক-কর্মচারীদের উপর সীমাহীন শোষণ, অন্য দিকে প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জাতীয় সম্পত্তির অবাধ লুঠের ফল এই সম্পদবৃদ্ধি। তার সঙ্গে রয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি থেকে বিপুল পরমাণ অর্থ আত্মসাৎ করা। গত ১১ বছরে বিজেপি সরকার এই সব ধনকুবেরদের ১৯.৬ লক্ষ কোটি টাকা মকুব করে দিয়েছে। এর থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় রাষ্ট্রকে আসলে চালায় ধনকুবেররাই। তাদের স্বার্থরক্ষায় যেমন প্রয়োজন শাসক দলগুলি তেমনই আইন তৈরি করে। শ্রমিক শোষণের অবাধ ছাড়পত্র হিসাবে নয়া শ্রমকোড তারই উদাহরণ— যা শুধু বিজেপি সরকারই নয়, তৃণমূল, সিপিএমের মতো নানা রাজ্যের সরকারগুলিও কার্যকর করছে। বিনিময়ে শাসক দলগুলিকে সরকারি ক্ষমতায় বসানোর জন্য টাকা, প্রচার সহ সব সহায়তা দিয়ে সাহায্য করে পুঁজিপতিরা আর ৯৯ শতাংশ জনগণ চরম দুর্ভোগের মধ্যে জীবনযাপন করে। আর তারা যাতে এই শোষণ-লুণ্ঠনের চরিত্রটি ধরতে না পারে, তার জন্য তাদের অশিক্ষা, কুসংস্কারের অন্ধকারে ফেলে রাখা হয়, ধর্ম-বর্ণ-জাতের শত বিভেদে বিভক্ত করে রাখা হয়।

এই হল বিজেপির 'বিকাশ পুরুষ' মোদিজির নেতৃত্বে দেশের পুঁজিপতিদের বিকাশ। বিজেপি-কংগ্রেস-তৃণমূলের মতো দলগুলো এই রকম 'বিকাশ' করার জন্যই ভোটের সময় এই ধনকুবেরদের আশীর্বাদ পেতে নিজেদের মধ্যে লড়াই করে। মানুষকে বুঝতে হবে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নিয়মেই এই বৈষম্য। ভোটে সরকার বদলে এ রোগ সারাতে পারবে না।

মহিলা ও শিশু নিখোঁজ, গুনায় বিক্ষোভ

গত তিন বছরে বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশে নিখোঁজ হয়েছেন ২ লাখ ৭০ হাজার মহিলা ও শিশু। প্রতি দিন হারিয়ে যাচ্ছেন গড়ে ১৩০ জন। প্রতিবাদে ২৫ মার্চ গুনায় এসইউসিআই(সি)-র বিক্ষোভ

পাঠকের মতামত

নির্বাচনী লিফলেট

ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে। প্রচারে নেমে পড়েছে সমস্ত দল। হাতে পেলাম এসইউসিআই(সি) দলের প্রচারপত্র। পড়ে মনে হল, প্রচারপত্রটির বক্তব্য শুধু কিছু কথার সমষ্টি নয়, আজকের সময়ে নিপীড়িত, বঞ্চিত এবং প্রতারিত মানুষের বুকে জমে থাকা যন্ত্রণা, ক্ষোভ এবং প্রতিবাদের এক গর্জন। বছরের পর বছর ধরে সাধারণ মানুষ সরকারের যে অবহেলা, বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, দুর্নীতি এবং অন্যায়ের শিকার হয়েছে, প্রচারপত্রের বক্তব্য সেই বাস্তবতাকেই তুলে ধরেছে।

শ্রমিকের ঘাম, কৃষকের পরিশ্রম, ছাত্র-যুবদের স্বপ্ন— সব কিছুকে বারবার উপেক্ষা করে যে শাসনব্যবস্থা নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে ব্যস্ত, তাদের বিরুদ্ধেআজকের এই স্পষ্ট, নির্ভীক অবস্থান সত্যিই ঐতিহাসিক। যারা মানুষের কথা বলে, মানুষের পাশে দাঁড়ায়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে, তারাই প্রকৃত অর্থে মানুষের প্রতিনিধি। এই বক্তব্য সেই সংগ্রামী চেতনাকেই বহন করছে।

আজ দেশের মানুষ মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, ভয় দেখানো রাজনীতি আর বিভাজনের কৌশল দেখে। কিন্তু এই ক্লান্তির মধ্যেই জন্ম নিচ্ছে নতুন আশা, নতুন প্রতিবাদ, নতুন লড়াই। প্রচারপত্রের বক্তব্য সেই আশার আলো দেখাচ্ছে যেখানে গণতন্ত্র শুধু কাগজে নয়, বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত হবে। যেখানে মানুষের অধিকার আর সম্মানই হবে রাজনীতির মূল কেন্দ্রবিন্দু।

এখন চুপ করে থাকার সময় নয়। সময় এসেছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার। যারা আমাদের অধিকার কেড়ে নিতে চায়, যারা সমাজকে ভাঙতে চায়, যারা মানুষের যন্ত্রণা উপেক্ষা করে, তাদের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে দাঁড়ানোই আজ সবচেয়ে বড় দায়িত্ব।

এই পথই পারে পরিবর্তন আনতে, এই পথই পারে মানুষের হারিয়ে যাওয়া আস্থা ফিরিয়ে আনতে। আগামী দিনে প্রতিটি সচেতন নাগরিককে এগিয়ে আসতে হবে। নিজের ভোট, নিজের কণ্ঠস্বর, নিজের অধিকারকে সঠিক জায়গায় ব্যবহার করতে হবে। মানুষের ঐক্যই সবচেয়ে বড় শক্তি। মানুষের জয় অবশ্যম্ভাবী। মানুষের জয় হোক। গণতন্ত্রের জয় হোক।

দেবাশিস চক্রবর্তী, বাঁকুড়া

ভোটারকে অনিশ্চিত করে ভোট ঘোষণা কি গণতন্ত্রসম্মত ?

বেজে গেল ভোটের ডঙ্কা। নির্ঘণ্ট জানিয়ে দেওয়া হল অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে এ রাজ্যের ভোটারদেরও। কিন্তু এ রাজ্যে ভোটার কারা? সেটা তো এখনও ঠিক হল না। এখানে আপাতত যে ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে তার বিশাল সংখ্যক নামের উপর 'ডিলিট' এবং 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন' ছাপ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। 'ডিলিট' ছাপযুক্ত কিছু নামের মানুষ হয়ত বেঁচে নেই, কিন্তু এর একটা বিরাট অংশ যে বেঁচে আছেন তা আশেপাশে চোখ-কান খোলা রাখলেই টের পাওয়া যায়। বেঁচে থাকা মানুষরা জানেনই না কী অপরাধে তাদের নাম বাদ চলে গিয়েছে। আর বিচারাধীনদের কবে বিচার হবে? এখন তো দুয়ারে ভোট। তা হলে কি বিজেপির 'ঘুসপেটিয়া' তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে নির্বাচন কমিশনকে এই রাস্তায় হাঁটতে হল? এ তো দেখি তথাকথিত গণতন্ত্রের গলাকে আঁতুড়ঘরেই টিপে মেরে ফেলার চেষ্টা চলছে।

এর আগে নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে পুঁজিপতিদের থেকে বিশাল পরিমাণ টাকা নিয়ে দেদার খরচ করে ভোট করল তাবড় তাবড় রাজনৈতিক দলগুলি। এই প্রক্রিয়া যে এ দেশ তথা দুনিয়ার সর্ববৃহৎ কেলেঙ্কারি তা বলেছিলেন দেশের বর্তমান অর্থমন্ত্রীর স্বামী বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডঃ পরাকলা প্রভাকর। এটা যে ন্যায়সঙ্গত নয়, তা যে কোনও মানুষও সহজেই ধরতে পেরেছেন। তবুও জাতীয় নির্বাচন কমিশন সবার জন্য ভোটে অংশগ্রহণ করার দরজা খুলে দিল। কার বা কাদের অঙ্গুলি হেলনে এবং কাদের খুশি করতে এ জিনিস চলছে এটা গুরুতর প্রশ্ন। বহু বৈধ ভোটারকে ভোটে অংশগ্রহণের সুযোগ না দিয়েই ভোটের দামামা বাজিয়ে দেওয়া কতটা গণতন্ত্রসম্মত?

গৌরীশঙ্কর দাস, সাঁজোয়াল, খড়গপুর

কেরালা বিধানসভা নির্বাচনে ৩২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এস ইউ সি আই (সি)-র

১) আঝিকোড় - রেশমি রবি
২) কান্নুর - এম কে শাহাসাদ
৩) সুলতান বাথেরি - ভি এ রমেশন
৪) এলাথুর - পি এম শ্রীকুমার
৫) কোঝিকোড় উত্তর - এ সাজিনা
৬) তিরুর - ডঃ এস আলিনা
৭) মালামবুঝা - কে প্রসাদ
৮) গুরুভায়ুর - সি আর উন্নিকৃষ্ণন
৯) কোদুঙ্গালুর - নন্দগোপান
১০) আঙ্গামালাই - পি ভি রাজেশ
১১) কালামাস্যেরি - রাজিনা আজিস
১২) থিরুপ্পুনিথুরা - কে এ সাথিসন
১৩) পিরাভম - টি সি রেমানান
১৪) থিদুপুঝা - পি টি ভার্গিস
১৫) ভাইকম - টি এম বোস
১৬) এত্তুমানুর - আশনা থাম্পি
১৭) কোট্টায়ম - রিলেশ চন্দ্রন
১৮) চাঙ্গানাসেরি - অরবিন্দ ভি
১৯) পুঞ্জার - মায়ামল কে পি
২০) আরুর - এন কে শশীকুমার
২১) আম্বালাপুঝা - জোহনসন ম্যাথু
২২) কুট্টানাড়ু - পি কে শশী
২৩) হরিপ্পাড়ু - বিদ্যা ভি পি
২৪) চেঙ্গান্নুর - প্রাণেশ বি
২৫) আরানমুলা - এস রাধামণি
২৬) করুণাগাপ্পালি - টুইঙ্কল প্রভাকরণ
২৭) কুন্নাথুর - টি শশীধরন
২৮) পুনালুর - আর মহেশ
২৯) কুনদারা - রাহুল আর
৩০) ভাট্টিয়ুরক্কাভু - এমিল বি এস
৩১) ত্রিবান্দ্রম - এ সাবুরা
৩২) নিমম - প্রসাদ কারামানা

চা-বাগান শ্রমিকরা কি শুধুই ভোটার!

ভোটের দামামা বাজতেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের অ্যাজেন্ডায় চা-শ্রমিকদের জীবন-মানের উন্নয়নের ঘোষণা করে পাতার পর পাতা বিজ্ঞাপন দিয়েছে। 'পিএমটি ওর্য়ার্কার ইনসেনটিভ স্কিম'-এ চা শ্রমিকদের উন্নয়নের লক্ষ্যে আবাসন ও জমির অধিকার নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। রাজ্য সরকার 'চা সুন্দরী' প্রকল্পের মাধ্যমে চা শ্রমিকদের পাকা বাড়ি প্রদান ও ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। চা বাগান এলাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি এবং শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য ভাল ভাল উদ্যোগের কথাও রয়েছে তাতে। এর আগেও ভোটে শাসক দলগুলি নানা প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিয়েছে। বাস্তবে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকার চা-বাগান শ্রমিকরা কেমন আছেন?

দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার, উত্তর-দক্ষিণ দিনাজপুর, আলিপুরদুয়ারের বহু বাগান বন্ধ। এলাকায় অন্য কোনও কাজ নেই। দৈনিক মাত্র ২৫০ টাকা মজুরিতে সংসার চালানো দায় এই ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধির বাজারে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সন্তানদের নিয়ে কোনও রকমে বাগান লাগোয়া বস্তির অন্ধকার ঘরে বাস করেন চা-শ্রমিকরা। বর্হিজগতের আলো যেমন, তেমনই শিক্ষার আলোও পৌঁছয় না বেশির ভাগ ঘরে। বাগান মালিকের শোষণ, ঠিকাদারদের অত্যাচার গরিব-অসহায় চা-শ্রমিকদের জীবনে নামিয়ে এনেছে গাঢ় অন্ধকার। মহিলা শ্রমিকদের অবস্থা আরও খারাপ। তাঁরা বাগান মালিক বা ঠিকাদারদের যৌন নির্যাতনের শিকার হন বহু সময়। পরিবারের সদস্যরা অনাহারের হাত থেকে বাঁচাতে বহু সময় নিজের সন্তানদের বাইরে কাজ করতে পাঠাতে বাধ্য হন। কেউ কেউ আড়কাঠিদের টোপে পড়ে মেয়েদেরও বাইরে পাঠান ভাল থাকা-খাওয়ার কথা ভেবে। শুধু ডুয়ার্স নয়, সিকিমেরও এমন পরিবারের ছেলে-মেয়েরা দালালের মাধ্যমে অন্য রাজ্যে কখনও কাজের লোক হিসাবে, কখনও যৌনপল্লিতে বিক্রি হয়ে যায়। চোখের জল ফেলেও কোনও সুরাহা দেখতে পান না বাবা-মা।

চা বাগানের 'ওপেন সিক্রেট' হল কাজ করতে যাওয়া মেয়েরা পাচার হয়, বিক্রিও হয়ে যায় অনেকে। পুলিশ, প্রশাসন সবই জানে। তা সত্ত্বেও এই সব মেয়েদের নাম শুধু নিখোঁজের তালিকাতেই স্থান পায়। শিশুদের ক্ষেত্রে মামলা লঘু করার জন্য পাচারের পরিবর্তে অপহরণের মামলা দায়ের হয়। জীবনযুদ্ধে লড়াই করতে করতে বহু বাবা-মায়ের জন্য সম্বল হারিয়ে যাওয়া সন্তানের জন্য শুধুই দীর্ঘশ্বাস।

এরকম অসংখ্য পরিবারে নতুন করে যুক্ত হয়েছে এসআইআর তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার ভাবনা। অনেক আদিবাসী, রাজবংশী চা শ্রমিক কয়েক প্রজন্ম ধরে বাগানে কাজ করেন, লাগোয়া বস্তি এলাকায় থাকেন বছরের পর বছর। সকলের জমির পাট্টা না থাকলেও তারা যে সেখানকার আদি বাসিন্দা তা প্রশাসন জানে। তাঁরা যে বাংলাদেশি বা রোহিঙ্গা নন, তা নিয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যেও কোনও সন্দেহ নেই। সব নথিপত্র দেওয়া সত্ত্বেও ভোটার তালিকা বেরনোর পর দেখা গেছে তাদের অনেকেরই নাম নেই বা বিচারাধীন রয়েছে। এ রকম অসংখ্য মানুষ অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। নির্বাচন কমিশন চা শ্রমিক ও সিঙ্কোনা শ্রমিকদের নিজস্ব যে পরিচয়পত্র রয়েছে, তা শুনানিতে গ্রাহ্য হবে বললেও হয়রানি চলছে তাদের।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বলেছেন, তৃণমূল সরকার রাজ্যের ৩.৭ লক্ষ চা-শ্রমিকের সাথে অন্যায় করেছে। তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিক বরাইক বলেছেন, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী কি বলতে পারবেন, পশ্চিমবঙ্গের জন্য তিনি কোনও অর্থ বরাদ্দ করেছেন, তিনি কি কোনও বিজ্ঞপ্তি দেখাতে পারবেন? এ কথা বলে তিনি মুখ্যমন্ত্রী চা-শ্রমিকদের জন্য কী করেছেন তার লম্বা ফিরিস্তি দিয়েছেন (আবপ-২৬ মার্চ,২৬)। মহিলা চা শ্রমিকদের জন্য ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ ৩১৩ কোটি টাকা রাজ্য সরকার খরচ করেনি বলে অভিযোগ উঠেছে। ২০১৫ সালে চা-শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি চালু করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্যের তৃণমূল সরকার। তারপর পেরিয়ে গেছে এক দশক। রাজ্যের লক্ষাধিক চা-শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করতে পারেনি সরকার। ২০২১ সালে আলিপুরদুয়ারে সরকারের ন্যূনতম মজুরি অ্যাডভাইজারি কমিটি শেষ বৈঠকে বসেছিল। সেখানে চা-শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারিত হয়েছিল দৈনিক ৬৬০ টাকা। সেই মজুরি এখনও চালু হয়নি। এখন দৈনিক মজুরি মাত্র ২৫০ টাকা।

এই রকম পরিস্থিতিতে নির্বাচন এসেছে। দুয়ারে দুয়ারে শাসক-বিরোধী নানা দলের প্রার্থীরা যাচ্ছেন। অন্য বারের মতো প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছেন চা-শ্রমিকদের উন্নয়ন করার। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের প্রার্থীরাও যাচ্ছেন তাদের কাছে। কিন্তু এই দলের প্রার্থীরা নির্বাচনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সচেতন করছেন চা-শ্রমিকদের। তারা বোঝাচ্ছেন, তাদের দুরবস্থার জন্য দায়ী বাগান মালিকদের দোসর হিসাবে কাজ করা শাসক দলগুলি। তারাই মালিক-শ্রমিকের মধ্যে আপসকামী শক্তি হিসাবে চা-শ্রমিকদের জীবনকে করে তুলছে আরও দুর্বিষহ। বিপরীতে আজকের শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চা-শ্রমিক সহ সাধারণ মানুষের দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হচ্ছেন একমাত্র এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীরা— তা বিধানসভার ভিতরে হোক বা রাস্তায়।

কার বাঁচাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ

একের পাতার পর

তাকে পরিচালিত করল, কেনই বা প্রশাসন দীর্ঘ সময় ধরে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হল তা নিয়ে তদন্ত চলুক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি ও রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে পারস্পরিক দোষারোপ পর্ব চলছে। কিন্তু যে বিষয়টা এ ক্ষেত্রে প্রথমেই বিচার্য হওয়া দরকার, তা নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো এই চাপানউতোরে হারিয়ে যাচ্ছে। এই যে হাজার হাজার সাধারণ মানুষ যার মধ্যে বিরাট অংশের মহিলারাও ছিলেন, যাঁরা রাস্তায় এসে দাঁড়াতে বাধ্য হলেন, ঘেরাও করলেন, পথ অবরোধ করলেন— তাঁদের ক্ষোভের উৎসটা কী? তা কি অমূলক? আসলে এক গভীর অস্তিত্বের সংকটের মধ্যে পড়ে তাঁদের জীবনে যে অনিশ্চয়তা নেমে এসেছে, তা যে প্রক্রিয়ার ফল, সেই প্রক্রিয়ায় প্রতি তাঁরা অনাস্থা জ্ঞাপন করেছেন। কেন এই অনিশ্চয়তা? এসআইআর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৩৩ লক্ষ মানুষের অস্তিত্ব বাস্তবে ডিলিটেড। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অধ্যুষিত এক একটি বুথে দেড়শো-দুশো-আড়াইশো মানুষের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে নির্বাচনী তালিকা থেকে। প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল, যিনি একজন প্রাক্তন সরকারি আধিকারিকও বটে, বাদ গিয়েছে তাঁর নামও। ২০১৪ সাল পরবর্তী পাঁচ বছর যিনি ভারতবর্ষের সংসদ সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন, ছিলেন সংসদীয় কমিটির সদস্য, তিনি কি ভারতবর্ষের নাগরিকই ছিলেন না! এ দেশের প্রখ্যাত শিল্পী যিনি তাঁর ছাত্র-ছাত্রী ও কন্যাদের নিয়ে ভারতবর্ষের সংবিধানের অলংকরণ করেছিলেন, সেই শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর নাতি, প্রাক্তন সরকারি আধিকারিক সুপ্রবুদ্ধ সেনের নামও ডিলিটেড তালিকায়। তিনিও নাকি এ দেশের বৈধ নাগরিক নন! এমন বহু উদাহরণ আছে। বহুবার ভোট দেওয়ার পর নতুন করে নানা নথিপত্র জমা দেওয়া সত্ত্বেও এঁরা যে কেন ডিলিটেড তাই এঁরা জানেন না। এখন এঁদের নিজেদের নাগরিক হিসেবে প্রমাণ করতে গেলে সেই ট্রাইবুনালে আবেদন করতে হবে যে ট্রাইবুনাল এখনও তৈরিই হয়নি, কোনও পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি।

রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন। ডিলিটেড তালিকায় চলে গেলেন যাঁরা এ বার সম্ভবত তাঁরা ভোট প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। তা হলে এই পুরো প্রক্রিয়াটাকে কি গণতান্ত্রিক বলা যায়? যাঁরা মোথাবাড়ির ঘটনায় গণতন্ত্র আক্রান্ত, বিচারবিভাগ আক্রান্ত ইত্যাদি বলে আসর গরম করতে চাইছেন, তাঁরা কি সত্যি সত্যিই গণতন্ত্র নিয়ে খুব চিন্তিত? যদি তাই হত তবে তো নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা, বিচারবিভাগের ভূমিকা, কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতায় থাকা বিজেপি যে ভাবে এই দুটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে প্রায় দলদাসে পরিণত করেছে, তাদের সেই ভূমিকাও একই সঙ্গে আলোচনায় তুলে ধরা দরকার ছিল। বিচারপতিদের অফিস অবরোধকে কেন্দ্র করে যে অপ্রীতিকর অবস্থা দেখা গিয়েছে তা কোনও ভাবেই বাঞ্ছিত ছিল না। তবে এ কথা বুঝতে হবে বিচারবিভাগ বা বিচারপতিদের আক্রমণ করা জনসাধারণের উদ্দেশ্য নয়। এটা প্রচণ্ড ক্ষোভের একটা বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কোনও কায়েমি শক্তি নিজ স্বার্থে তাকে ব্যবহার করার চেষ্টা যদি করেও থাকে, মানুষের অসহায়তা ও তার থেকে জন্ম নেওয়া ক্ষোভটা তো কেউ অস্বীকার করতে পারে না! গ্রামের গরিব সাধারণ মানুষ বিচারব্যবস্থার প্রতি আস্থা, বিচারপতিদের সমীহ করেই চলেন। প্রশাসন ও বিচারবিভাগের কর্তা ব্যক্তিদের বুঝতে হবে ওই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশটা আসলে সাধারণ মানুষের বিচারপতিদের থেকে ন্যায়বিচার চাওয়ারই বহিঃপ্রকাশ।

যে মোথাবাড়ি সুজাপুর কালিয়াচকের হাজার হাজার নাম বাদ পড়া মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছে, সেখানে মানুষের এত ক্ষোভ জমে বারুদ হল কী ভাবে? এসআইআর-এর প্রথম ধাপ শেষ হতে দেখা গিয়েছিল 'আনম্যাপড' ভোটারের সংখ্যা এক শতাংশ বা কোথাও কোথাও তারও কম। যেমন সুজাপুরে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ০.৫৮ শতাংশ। বাকি সবটাই ছিল 'ম্যাপড' ভোটার। অর্থাৎ নিজের বা নিকট আত্মীয়দের নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকাতে ছিল। এ তথ্যে পরিষ্কার এই সব অঞ্চলের বেশিরভাগ ভোটার দেশের বৈধ নাগরিক। তাঁরা কেউ বিজেপির দাবিমতো বহিরাগত বা বাংলাদেশি বা রোহিঙ্গা বা ঘুসপেটিয়া নন। অথচ 'এসআইআর' প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় ধাপ শুরু হতেই দেখা গেল একেবারে বিপরীত চিত্র। কারও নিজের বা বাবার নামের বানান ভুল (যার প্রায় পুরোটাই নির্বাচন কমিশনের প্রযুক্ত কৃত্রিম মেধা বা এআই-এর কীর্তি), ঠিকানা বা পদবির বদল (আমাদের দেশের মেয়েদের ক্ষেত্রে এটাই সাধারণ রীতি), কারও বাবা-মায়ের ছয় বা তার বেশি সন্তান— এই সব খুব সাধারণ কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ পড়ে গেলেন অ্যাডজুডিকেশনের আওতায়। ওই সুজাপুরে যেখানে ২০০২ সালের তালিকায় আনম্যাপড ভোটারের সংখ্যা ছিল মাত্র ০.৫৮ শতাংশ, সেখানে বিচারাধীনের সংখ্যা দাঁড়াল ৫২ শতাংশেরও বেশি। সারা পশ্চিমবঙ্গে এই সংখ্যাটা ষাট লক্ষ। সেই ধাপেই পাঁচ লক্ষেরও বেশি নাম ডিলিটেড। কেন কেউ জানে না, কোনও সদুত্তর নেই, উত্তর দেওয়ার কোনও দায়ও নেই নির্বাচন কমিশনের। নির্বাচন কমিশনের কোনও তাপ উত্তাপ না থাকতে পারে, কিন্তু যাঁদের নাম অকারণে ডিলিটেড তালিকায় চলে গেল, এই পরিস্থিতিতে তাঁরা আশঙ্কিত, ক্ষুব্ধ হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। এরপর হইচই শুরু হতে মামলা দায়ের হয় শীর্ষ আদালতে। পুরো প্রক্রিয়াটা চেপে বসে বিচারকদের ঘাড়ে। কিন্তু চাপা পড়ে গেল গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়।

যে কোনও সাধারণ বিচার পদ্ধতিতে অভিযুক্তদেরও বক্তব্য শুনতে হয়। কিন্তু যে নাগরিকদের এমনকি বৈধ কাগজপত্র দেখানো সত্ত্বেও অভিযুক্ত হিসেবে দাগিয়ে দেওয়া হল, কই তাদের কোনও কথা শোনার প্রয়োজন তো কেউ বোধ করল না। আরও অদ্ভুত ব্যাপার যে নির্বাচন কমিশনের হাত থেকে বিচার প্রক্রিয়ার ভার নিয়ে নিল আদালত, সেই নির্বাচন কমিশনই ঠিক করে দিল কী পদ্ধতিতে বিচার করতে হবে। আর মহামান্য শীর্ষ আদালত এই ডিলিটেড তালিকায় থাকা নাগরিকদের শুধু একটা চুষিকাঠি ধরিয়ে দিয়ে বললেন, এবার না হয় ভোটটা দিতে পারবেন না, পরে ট্রাইবুনালে আবেদন করবেন। আগুনে ঘি পড়া কি অস্বাভাবিক? একে কি গণতন্ত্র রক্ষা করা বলে? এই যে তড়িঘড়ি যে কোনও প্রকারে এসআইআর প্রক্রিয়া শেষ করতেই হবে, তাতে মানুষ মরুক বা বাঁচুক, বৈধ নাগরিকদের ভোটাধিকার থাক বা না থাক— এ কেমনতর বিচার? এত জটিল একটা প্রক্রিয়ায় এত তাড়াহুড়োর কী উদ্দেশ্য? প্রশ্ন ওঠা তো স্বাভাবিক। এসআইআর প্রক্রিয়ায় কাজের চাপে, মানসিক উদ্বেগে, হয়রানির শিকার হয়ে, আচমকা বেনাগরিক হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ইতিমধ্যেই বিএলও সহ দুশো-রও বেশি মানুষ মারা গিয়েছেন। এ অবস্থায় মানুষ যদি বিচলিত হয়, ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিবাদে ফেটে পড়ে, আইন ভাঙে তবে তাঁদের কি দোষ দেওয়া চলে?

গভীর ভাবে বিচার করা দরকার, কার বাঁচাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কাগুজে আইনের নাকি মানুষের?

জীবনাবসান

কলকাতা জেলায় দলের বরানগর আঞ্চলিক কমিটির পূর্বতন সদস্য কমরেড নির্মল ধাড়া ২ এপ্রিল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।

নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান হিসাবে জীবনের শুরু থেকেই আর্থিক সংকটের মোকাবিলা করে তাঁকে চলতে হত। এর মধ্যেও ১৯৬৬ সালে দলের সংস্পর্শে আসার পর থেকে দলের কাজে তিনি নিরলস ভূমিকা নিয়েছেন। কোনও কাজ এলে, 'করতে পারব না' কথাটা তাঁর মুখে কোনও দিন শোনা যেত না। দলের নির্দেশে অন্য জেলায় গিয়েও কাজ করেছেন।

ভারত মেটাল কারখানার কর্মী হিসাবে ওই কারখানায় এআইইউটিইউসি অনুমোদিত ট্রেড ইউনিয়নের ইনচার্জ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। কারখানার সামান্য আয় থেকে সংসার প্রতিপালন সম্ভব না হওয়ায় অন্য রোজগারের জন্য তাঁকে পরিশ্রম করতে হত। কিন্তু দলের কাজে তাঁর কোনও অবহেলা ছিল না। কারখানায় নানা সংকটের মধ্যে এআইইউটিইউসি-র ইউনিয়নকে তিনি রক্ষা করার জন্য সর্বদা ভূমিকা পালন করেছেন।

অমায়িক ব্যবহার, সকলের সাথে সুন্দর সম্পর্ক ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। তিনি আত্মপ্রচার বিমুখ ছিলেন। তাঁর থেকে বয়সে ছোট কারও নেতৃত্বে কাজ করতে তাঁর কোনও সমস্যা ছিল না। স্ত্রী, ভাই ও সন্তানদের দলের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। পরিবারের বহু প্রশ্নে দলের নেতৃত্বের পরামর্শ নিয়েই চলতেন। বার্ধক্যজনিত কারণে বেশ কিছু বছর বাইরে বেরোতে না পারলেও খোঁজখবর রাখতেন, বইপত্র, গণদাবী নিয়মিত পড়তেন।

কমরেড নির্মল ধাড়ার মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান বরানগর আঞ্চলিক সম্পাদক কমরেড সুপ্রিয় ভট্টাচার্য সহ দলের ও ট্রেড ইউনিয়নের কর্মী, সমর্থক ও সাধারণ মানুষ। পূর্বতন আঞ্চলিক সম্পাদক কমরেড সাধন চক্রবর্তীর পক্ষেও মাল্যদান করা হয়।

কমরেড নির্মল ধাড়া লাল সেলাম

প্রচারে প্রার্থী। ফাঁসিদেওয়া, দার্জিলিং

নারী সুরক্ষার গ্যারান্টি !

তিনের পাতার পর

পর এক ঘটে চলতে পারত কি?

রাজ্যে রাজ্যে বিজেপি সরকার শুধু নারীদের নিরাপত্তা দিতে চরম ব্যর্থ তাই নয়, একের পর এক ঘটনায় সামনে এসে গেছে, তারা ধর্ষক-নির্যাতনকারীদের রীতিমতো পৃষ্ঠপোষকতা করে। মানুষ ভুলে যাননি নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহের নিজের রাজ্য গুজরাটে বিলকিস বানুর ধর্ষণকারীদের জেলমুক্তির পর সেখানকার বিজেপি নেতারা কী ভাবে সেইসব দুষ্কৃতীকে ফুল-চন্দন দিয়ে বরণ করে মিষ্টিমুখ করিয়েছিলেন। মানুষ ভুলে যেতে পারেন না, কাঠুয়ায় এক নাবালিকা কন্যাকে মন্দিরে আটকে রেখে দিনের পর দিন ধর্ষণ চালিয়ে হত্যা করেছিল যে নরপিশাচরা, তাদের সমর্থনে মিছিল করেছিল বিজেপি। সেই মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিজেপির এক বিধায়ক। হাথরস, উন্নাও— বিজেপির শাসনে কলঙ্কিত অধ্যায়ের কোনও কমতি নেই।

এই অবস্থায় সমস্ত রকম লজ্জা বিসর্জন দিতে না পারলে অমিত শাহ যে পাতাল থেকে নারী নির্যাতনকারীদের খুঁজে এনে শাস্তি দেওয়ার কথা বলতে পারতেন না, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। দেশ জুড়ে আক্রান্ত নারী, ধর্ষিত লাঞ্ছিত নারীর চরম অবমাননার জন্য অমিত শাহদের বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ যেমন নেই, তেমনই নেই অত্যাচারিত নারীদের প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতিও। নারী নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে হুঙ্কার আর নারী সুরক্ষা নিশ্চিত করার গালভরা প্রতিশ্রুতি যে শুধুমাত্র ভোটবাক্স ভরানোর লক্ষ্যেই— এ কথা স্পষ্টভাবে বুঝে নেওয়ার সময় এসে গেছে।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 78, No.: 35 Bengali Weekly April 10, 2026 Kolkata Price: Rs. 3.00

পুলিশি হয়রানি বন্ধের দাবিতে মোটরভ্যান চালকদের বিক্ষোভ মেদিনীপুরে

এআইইউটিইউসি অনুমোদিত সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের ডাকে ১০ মার্চ পূর্ব মেদিনীপুর পুলিশ সুপার ও জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন সংগঠিত হয়। দাবি ছিল— জাতীয় এবং রাজ্য সড়কে মোটরভ্যান চলাচল অব্যাহত রাখা, পুলিশি হয়রানি বন্ধ করা, সরকারি লাইসেন্স প্রদান এবং মোটরভ্যান চালকদের পরিবহণ শ্রমিকের স্বীকৃতি।

সহস্রাধিক মোটরভ্যান চালকের মিছিল নিমতৌড়ি হাইরোড মোড় থেকে জাতীয় সড়ক বরাবর জেলাশাসক দপ্তরে যায়। সেখানে বিশাল পুলিশ বাহিনী ব্যারিকেড করে রাস্তা অবরোধ করলে শ্রমিকরা সেখানেই বিক্ষোভ দেখান। পরে জাতীয় সড়কের ধারে বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি-র জেলা সম্পাদক মধুসূদন বেরা, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জ্ঞানানন্দ রায়, মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের জেলা সভাপতি অমিত মান্না, যুগ্ম সম্পাদক সেখ নজরুল ও সঞ্জয় জানা সহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ। উভয় দপ্তরে আধিকারিকরা দাবিগুলি বিবেচনার আশ্বাস দেন।

বনাঞ্চল ধ্বংস বন্ধের দাবিতে স্মারকলিপি

'আন্তর্জাতিক অরণ্য দিবস' (২১ মার্চ) উপলক্ষে অরণ্য ধ্বংস বন্ধ এবং জীবন-জীবিকা-সংস্কৃতি সহ সর্বক্ষেত্রে জঙ্গলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ও জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল অরণ্যের অতন্দ্র প্রহরী আদিবাসী, পরম্পরাগত অরণ্যবাসী ও গরিব মানুষের সমস্যা নিয়ে ২৪ মার্চ 'অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা কমিটি' (এআইজেএএসসি)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির এক প্রতিনিধি দল রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালকে স্মারকলিপি দেন।

প্রতিনিধিদলে ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সভাপতি পরিমল হাঁসদা, সহসভাপতি নেপাল সিং, কোষাধ্যক্ষ চিত্তরঞ্জন মাঝি ও কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য সত্যচরণ সরদার। স্মারকলিপিতে বলা হয় একদিকে ২১ মার্চ 'আন্তর্জাতিক অরণ্য দিবস' পালন করা হচ্ছে, অপর দিকে খনি, কারখানা, নগরায়ন, আবাসন শিল্প, সড়ক নির্মাণ বা চারকোলের জন্য প্রতি বছর নির্বিচারে বনভূমি ধ্বংস করা হচ্ছে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য ও বাস্তুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিশ্ব উষ্ণায়ন বাড়ছে। বৃদ্ধিপাচ্ছে আকস্মিক বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, ধস, ভূমিকম্প এমন নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এই পরিস্থিতি দেখে বিজ্ঞানী ও পরিবেশবিদরা গভীরভাবে শঙ্কিত। উদ্বিগ্ন পরম্পরাগত অরণ্যবাসী, আদিবাসী ও পাশাপাশি বসবাসকারী সাধারণ গরিব মানুষ। কেন না এদের একটা বৃহৎ অংশের মানুষের জীবন, জীবিকা ও সংস্কৃতি প্রত্যক্ষ ভাবে অরণ্যের উপর নির্ভরশীল। এঁরা অরণ্যকে নিজেদের 'মা' হিসেবে গণ্য করেন এবং পরম মমতার সঙ্গে একে লালন ও রক্ষা করে আসছেন। অথচ ভারতে ইতিমধ্যে প্রায় ১১ লক্ষ এমন মানুষজন উচ্ছেদের শিকার হয়েছেন।

'বন সংরক্ষণ বিধি ২০২২' এবং 'বন (সংরক্ষণ) সংশোধনী আইন ২০২৩' প্রণয়ন বনাঞ্চল ধ্বংস ও উচ্ছেদ প্রক্রিয়াকে আরও সুগম করেছে। সে জন্য এআইজেএএসসি দাবি করেছে— অবিলম্বে বন ধ্বংস বন্ধ করতে হবে, বন সংরক্ষণের অজুহাতে আদিবাসী, পরম্পরাগত অরণ্যবাসী ও গরিব মানুষের উচ্ছেদ বন্ধ করতে হবে, 'বন (সংরক্ষণ) সংশোধনী আইন ২০২৩' এবং 'বন সংরক্ষণ বিধি ২০২২' অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে, 'বন অধিকার আইন ২০০৬' সম্পূর্ণ রূপে চালু করতে হবে, জীবিকা, বাসস্থান ও সংস্কৃতি চর্চা সহ বিভিন্ন প্রয়োজনে আদিবাসী, গরিব ও পরম্পরাগত অরণ্যবাসী মানুষের বনে প্রবেশের পরম্পরাগত অধিকার হরণ করা চলবে না।

ভোট প্রচারে এসইউসিআই(সি)

দক্ষিণ হাওড়ায় দেওয়াল লিখন

জলপাইগুড়িতে প্রার্থী যশোদা বর্মনের প্রচার

৯০০টি অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের দাম বাড়াল মোদি সরকার

প্রত্যাহারের দাবি সার্ভিস ডক্টর্স ফোরামের

যুদ্ধের অজুহাত তুলে প্রতি বছরের মতো এ বছরেও ১ এপ্রিল থেকে ওষুধের দাম বাড়ানোর বন্দোবস্ত করল কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মেনে ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি ওষুধ কোম্পানিগুলিকে ৯০০টি অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের হোলসেল প্রাইস ইনডেক্স ০.৬৫ শতাংশ বাড়ানোর অনুমতি দিয়েছে। এর ফলে নানা অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ সহ বিভিন্ন চিকিৎসা সরঞ্জামের দাম বাড়বে। এমনিতেই মূল্যবৃদ্ধি বিশেষ করে ওষুধের চড়া দামে মানুষ নাজেহাল। তার ওপর আবার যদি অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের দাম বাড়ে, তা হলে সাধারণ মানুষের চিকিৎসা করানো আরও দুষ্কর হয়ে উঠবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই জনবিরোধী পদক্ষেপকে ধিক্কার জানিয়ে অবিলম্বে এই মূল্যবৃদ্ধি প্রত্যাহারের দাবি তুলে ২ এপ্রিল ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটির চেয়ারম্যানকে একটি প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছে সার্ভিস ডক্টর্স ফোরাম। মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারও এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে ২ এপ্রিল চিঠি দিয়েছে।

কোচবিহারে 'ভোটাধিকার রক্ষা মঞ্চে'র বিশাল মিছিল

শুধু কোচবিহার জেলা থেকেই ২ লক্ষাধিক বৈধ নাগরিকের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। এর প্রতিবাদে এবং ভোটাধিকার পুনরুদ্ধারের দাবিতে ১ এপ্রিল উত্তাল হয়ে উঠল জেলা শহর। 'ভোটাধিকার রক্ষা মঞ্চে'র আহ্বানে এ দিন পাঁচ শতাধিক মানুষের এক বিশাল মিছিল রাস মেলা মাঠ থেকে শুরু হয়ে শহর পরিক্রমা করে জেলাশাসকের দপ্তরে পৌঁছায়। মিছিলটি কাছারি মোড়ে পৌঁছালে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদানে তা এক বিশাল রূপ নেয়।

ক্ষোভের সাথে নাগরিকরা বলেন, বছরের পর বছর ভোট দিয়ে এসেছি। কোনও আগাম নোটিস ছাড়াই 'সন্দেহভাজন' তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। অথচ আপিল করার জন্য মাত্র ১৫ দিন সময় দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও স্পষ্ট নির্দেশিকা বা SOP (Standard Operating Procedure) প্রকাশ করা হয়নি। এমনকি এসডিও অফিসগুলিতে আবেদন গ্রহণ নিয়ে চরম অস্পষ্টতা তৈরি হয়েছে।

জেলাশাসকের সাথে ভোটাধিকার রক্ষা মঞ্চের পাঁচ জনের একটি প্রতিনিধি দল দীর্ঘ আলোচনা করেন। আলোচনায় জেলাশাসক প্রতিনিধিদের বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন এবং বলেন, বিডিও, এসডিও এবং ডিএম অফিসে ছুটির দিন সহ প্রতিদিন আপিলের আবেদন জমা নেওয়া হবে। প্রতিটি আবেদনের বিপরীতে কর্তৃপক্ষ সিল ও স্বাক্ষর সহ প্রাপ্তি স্বীকারপত্র (অ্যাকনলেজমেন্ট) দিতে বাধ্য থাকবে। কোথাও সমস্যা হলে ওনাকে জানাতে বলেছেন। ট্রাইবুনাল ও এসওপি সংক্রান্ত ধোঁয়াশা কাটাতে জেলাশাসক নির্বাচন কমিশন ও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলার আশ্বাস দিয়েছেন। মঞ্চের পক্ষ থেকে জেলাশাসককে জানানো হয়েছে যে, ভোটার তালিকা সংশোধন বা আপিল ফর্ম ফিলাপকে কেন্দ্র করে জেলায় চরম কালোবাজারি চলছে। ১০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প ২০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে এবং সাইবার ক্যাফেগুলিতে ফর্ম ফিল আপের নামে ৩০০-৪০০ টাকা হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এফিডেভিটের জন্য ১৫০০-২০০০ টাকাও নেওয়া হচ্ছে কোথাও কোথাও।

জেলাশাসক এই বিষয়টি দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। মঞ্চের দাবি, 'জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ১৯৫০-এর ২১(৩) ধারা মেনে ২০২৫ সালের ভোটার তালিকার নিরিখেই নির্বাচন করতে হবে। ভোটার ডিলিট করার সুনির্দিষ্ট আইনি কারণ ভোটারকে জানানোর দাবি তোলে মঞ্চ দ্রুত ট্রাইবুনালের স্বচ্ছ SOP প্রকাশ করা এবং ব্লক স্তরে ট্রাইবুনালের ব্যবস্থা করা, ফিল্ড ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে ভোটাধিকার নিশ্চিত করা, আপিলের সময়সীমা বৃদ্ধি প্রভৃতি দাবি জানানো হয়। সংগঠনের আহ্বায়ক দিলীপচন্দ্র বর্মন, জাকির হোসেন, আসিফ আলমরা জানান, প্রশাসন কিছু প্রতিশ্রুতি দিলেও আমাদের লড়াই থামবে না।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com